খণ্ড ৯, সংখ্যা ১০ ভাবনগর ডিসেম্বর ২০১৮
Vol. 9, No. 10 BHĀBANAGARA December 2018

শ্রীশচন্দ্র বসু ও বাংলার অনুবাদে সভাপতি

কিথ ই কান্ত

গুরুপিতা ঋষি (শ্রী সভাপতি স্বামী)

Sris Candra Basu and Sabhapati's Bengali Translation

Keith E. Cantú

Abstract

This short article introduces, for the first time in published scholarship in Bengali or English, the only known Bengali-language translation of Sabhapati's *Om. A Treatise on Vedanta and Raj Yoga* (1880). Sabhapati had first delivered these lectures in Lahore, and they were edited by Sris Candra Basu, who also published their Bengali translation *Bedantadarsan o Rajyog* (1885), a copy of which is held at the National Library of India in Kolkata. The translator, however, was not S.C. Basu but one Ambikacaran Bandyopadhyay, a resident of Kolkata. In this article I therefore note the way Ambikacaran in his new introduction reframes Sabhapati's philosophy in the context of western science and philosophy, bhakti yoga, jnana yoga, and other categories of knowledge that would be more well-known to an educated Bengali audience. I then demonstrate an example as to how Ambikacaran refashioned Sabhapati's English poems, likely themselves heavily edited by S.C. Basu, into Bengali songs complete with a functional meter and rhyming scheme in Bengali. After examining some of the vocabulary in these songs and gesturing toward their possible relation to extant Bengali folk songs, I thenanalyze how the English caption to Sabhapati's primary diagram of the yogic body and the cakras — possibly the first such diagram printed in Bengal, decades before John Woodroffe's *The Serpent Power* — was translated into Bengali, with special attention to the rendering of "lingasarir" as "suksmasarir."

আগের প্রবন্ধে [*ভাবনগর*, খণ্ড ৭, ডিসেম্বর ২০১৭] আমি লিখেছি যে, আমি *ভাবনগরের* একটা পরের সংখ্যায় শ্রীশচন্দ্র বসুর (1861-1918 CE) বাকির জীবন নিয়ে আরো লিখব। অবশ্যই লিখব কিন্তু, এই দিনকালে পিএইচডি গবেষণার জন্য তাড়াতাড়ি বেশ নতুন কিছু শিখছি। এই কারণে এ ছোট প্রবন্ধে শুধুই আর একটু নতুন কিছু দেখব। এই প্রবন্ধে আমি শ্রীশচন্দ্রের অনুবাদ ও সম্পাদনায় শ্রী সভাপতি স্বামী (জন্ম ১৮৪০) নিয়ে ও প্রকাশনের কাজ নিয়ে আলোচনা করবো। পরের সংখ্যায় তাঁর বাকির জীবন বিশ্লেষণ করা যাবে।

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে, তার আগে নয়, আমরা জানি যে শ্রীশচন্দ্র থিওসফিকাল সমাজের সাথে যুক্ত হন। এই সমাজ নিয়ে আগের প্রবন্ধগুলোতে একটু লিখেছিলাম। এই সমাজে যোগ দানের আগে লাহোরে তিনি মাদ্রাজি শ্রী সভাপতি স্বামীর শিব রাজযোগ নিয়ে বক্তৃতা শুনে সেগুলো *Om. A Treatise on Vedantic Raj Yoga Philosophy* হিসেবে একটা বইয়ের মধ্যে সম্পাদনা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। এই বই প্রকাশিত হয়ে থিওসফিকাল সমাজের একজন প্রতিষ্ঠাতা হেন্রি ওলকাতের হাতে ছিল। ১৮৮০-১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে আরো অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে—হিন্দি, উর্দু, ও তামিল ভাষায়ও সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, মাঝে-মাঝে শ্রীশচন্দ্রের কাজ থেকে ও মাঝে-মাঝে শ্রীশচন্দ্র এই সংস্করণের প্রকাশনে জড়িত থাকতেন না।

এই প্রবন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, শ্রীশচন্দ্র এই বইয়ের একটা বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন, অনুবাদের নাম *বেদান্তদর্শন ও রাজযোগ* (১২৯২ বঙ্গাব্দ/১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)। এখনো কলকাতায় ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে পড়া যায়। এই বাংলার অনুবাদকের নাম শ্রী অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; কিন্তু, তাকে নিয়ে এখনো গবেষণা খুব কম। আমরা এই মুহূর্তে শুধুই জানি যে তিনি কলকাতায় থাকতেন।

অম্বিকাচরণ একটা নতুন ভূমিকা লিখেছেন, এই ভূমিকায় ভক্তি ও জ্ঞান যোগের দৃষ্টির সাথে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মানুষের দৃষ্টি উল্লেখ করা হয়েছে। তিনিও শ্রী সভাপতি স্বামীর তামিল ভাষার গানগুলোর ইংরেজি অনুবাদ বাংলায় নতুন অনুবাদ করেছেন।

শুধুই অনুবাদ নয়, গানগুলোর বাংলা ভাষার সুর ও তালের সাথে মিলও রয়েছে। অম্বিকাচরণ লিখেছিলেন যে—তাঁর ইচ্ছা তাই ছিল, এই কারণে এ ভাবে অনুবাদ করেছেন। যেমন—

আত্মশোধন

ওহে পাপিগণ, হও হে মগন,
পরমাত্ম-ধন প্রেমের নীরে।
করহ যতন, তাহারি মতন,
অমল রতন হবার তরে॥
নীচ পাপাশয়, তব রিপুচয়,
কর তাহে জয়, যতন করে।
ঘুচিবে হে পাপ ঘুচিবে হে তাপ
ভাসিবে হে সদা সুখের নীরে॥
আশার আশয়, তোমার হৃদয়,
যাবৎ শোধিত নাহিক হয়।
অভিনব ভাবে, ভাবিত এ জীবে,
সেই পরশিবে না কর লয়॥
যাবৎ এজীব, করিতে সজীব,
পাপরাশি তব নাশের তরে।
অমৃতের সিন্ধু, সেই কৃপা বিন্দু,
নাহিক বরষে তোমার শিরে॥
যাবৎ কুমতি, মায়ার আবৃতি,
অপসৃতি চিতে নাহিক হয়।
সংসার-স্বপন, ভাংতি দরশন,
যাবৎ চেতনে লাগিয়ে রয়॥
যাবৎ জীবনে, সেই সত্য ধনে,
পরমাত্ম-সনে না হয় দেখা।
প্রশান্ত মূরতি, নিরমল অতি,
তেজোময় কিন্তু সুধায় মাখা॥
তাহাতে এ চিত, হয়ে সমাহিত,
নাহিক যাবত মগন হয়।
চিত্ত চিত্রকরী, চেতন উপরি,
সংসার লহরী আঁকিতে রয়॥
ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে, ভয়াকুল স্থলে,
আপনার ভুলে ভ্রমিতে হবে।
পশুপক্ষি প্রাণি, ভ্রমি নানা যোনি,
না জানি কত না যাতনা পাবে॥
জনমে মরণ, মরণে জনম,
হবে পুনঃ পুনঃ এই সে ভবে।

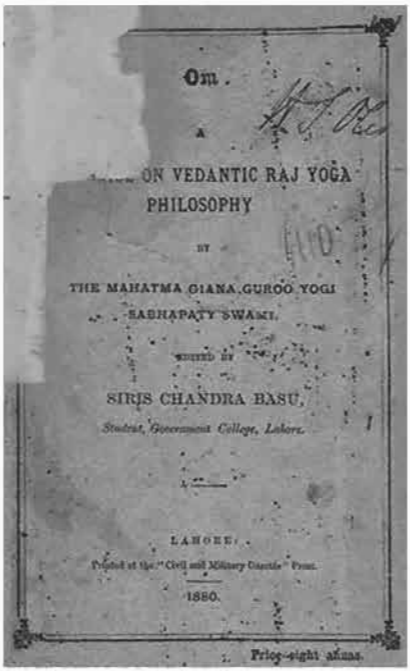

Om.

A

... ON VEDANTIC RAJ YOGA PHILOSOPHY

BY

THE MAHATMA GIANA GUROO YOGI SABHAPATY SWAMI.

EDITED BY

SIRIS CHANDRA BASU,

Student, Government College, Lahore.

LAHORE:

Printed at the "Civil and Military Gazette" Press.

1880.

Price eight annas.

(ষট্‌চক্রের চিত্র সমেত)

বেদান্তদর্শন ও রাজযোগ।

জ্ঞান-গুরু-যোগী পূজ্যপাদ

শ্রীমৎ সভাপতি-স্বামী কর্ত্তৃক

বিরচিত।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু বি, এল

কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রুত-সংহিতার

অনুবাদক

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা

বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত ও সংস্কৃত।

(বহুবাজার ১২ নং বাবুরাম অক্রূরের লেন।)

[illegible]

কলিকাতা।

২২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বরাট প্রেসে

শ্রীঅঘোরনাথ বরাট কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

[illegible]

Om. A Treastise on Vedantic Raj Yoga Philosophy (1880), held by Adyar Library and Research Centre

বেদান্তদর্শন ও রাজযোগ *(১৮৯৫)-এর আখ্যাপত্র*

তাই বলি জীব, সেই পরশিব,
জান তবে ভব যাতনা যাবে॥
সুখের কামনা, পাপের কল্পনা,
সে বাসনা শুধু যাতনা সার।
চল সত্য পথে, ভক্তি লয়ে সাতে,
ভব জলধিতে হবে হে পার॥

উপরের গান বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তামিল ও ইংরেজি গান থেকেও বাংলার বাউলের মতো তাল ও শব্দ দেওয়া যাবে। আমরা যদি মূলত ইংরেজি গান দেখি তাহলে এ স্পষ্ট হয়—

Verses on Purification

Ye sinners love the Infinite Spirit,
And try to be in holiness like It;
Curb all your wayward passions, do not fail
To crush the vice, and sin's strongholds assail.

As long your hearts are not all purified,
And your regenerate souls to It allied;
As long Its mercy do not rain on you,
To wash your sings and give you birth anew,
As long the Maya's curtain's not withdrawn,
And dreams of false existence dead and gone,
As long you do not hold communion true,
Enjoy Its calm, and pure and glorious view,
As long your souls in It are not immersed,
And loose their consciousness and thoughts at first;
So long you must in dreary regions roam,
And wombs of birds and beasts must be your home,
And you will suffer pains of constant birth
And constant death will be your lot on earth,
So learn ye wandering souls betimes to be
From vicious thoughts and wordly pleasures free
And walk in paths of truth and piety.

"পরমাত্ম-ধন," "প্রেমের নীরে," ও "অমল রতন" মূল ইংরেজি পাঠে নয় কিন্তু, এখনো ভাবের মিল আছে। তবে এইগুলোর মতো শব্দ অবশ্যই বাউল ফকিরি গানে পাওয়া যায়। বাংলার পাঠ তো মাঝে-মাঝে একটা সরাসরি অনুবাদ দেয় যেমন, "And wombs of birds and beasts must be your home" থেকে "পশুপক্ষি প্রাণি, ভ্রমি নানা যোনি"।

The Posture of Samathy or Trance, Sabbapaty Swami 1880

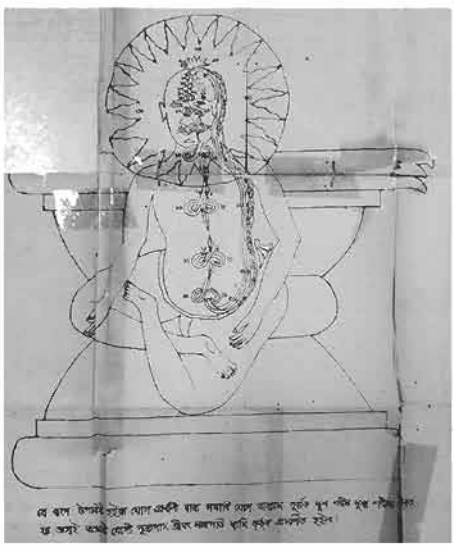

ষঠচক্রের চিত্র, বেদান্তদর্শন ও রাজযোগ (১৮৯৫)

স্ত্রী ম্যাডেলিন ও সন্তান এডিডর সঙ্গে গবেষক কিথ ই কাস্ত

আর একটা খুব মজার কথা হচ্ছে বাংলার অনুবাদে "ষঠ্ চক্রের চিত্র" আসলে শুধু ষঠ্ (ছয়) চক্র নয়, বারো আছে। তাদের উপরে চার "অতীত" অবস্থাও আছে। সভাপতির চক্রের ভেদ জন উডরোফের (John Woodroffe) প্রকাশনের আগে, তার মানে সভাপতির চক্রের চিত্র সম্ভবত বাংলা ভাষায় এই ধরণের চিত্রের প্রথম প্রকাশন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চিত্রের নিচের কথা। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের ইংরেজি চিত্রে লেখা হয় "The Posture of Samathy [samadhi] or Trance through Vadantic Yogue practice by The Madras yogi Sabapathy Swamy. Sthoolsarir [sthulasarira] becomes the Lingasarir." ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের বাংলা চিত্রে এই লেখা হয়—"যে রূপে উপবিষ্ট হইয়া যোগ প্রণালী দ্বারা সমাধি যোগ অভ্যাস পূর্ব্বক স্থূল শরীর সূক্ষ্ম শরীরে [প]রিণত হয় তাহাই মান্দ্রাজী যোগী পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সভাপতি স্বামি কর্তৃক প্রদর্শিত হইল।" বাংলার অনুবাদ বিশ্লেষণ হয়ে বোঝা যায় যে "Lingasarir" (লিঙ্গের শরীর) এই দিনকালের বাংলার অনুবাদে "সূক্ষ্ম শরীর"। এই অনুবাদের মূল "লিঙ্গ" হিসেবে মনে রাখতে দরকার কারণ, লিঙ্গশরীরের মর্ম শুধুই হিন্দুধর্মের মৃত্যুকালের দেহ নয়। তামিল সিদ্ধ যোগীদের মধ্যে লিঙ্গই এক রকমের দেহ (ছবি দেখুন)। এই কুণ্ডলিনীশক্তির সাথে সম্পর্ক নিয়ে আরো গবেষণা নিশ্চয়ই দরকার আছে।

এই ছোট প্রবন্ধে আমরা দেখতে পেলাম যে তামিল যোগ সাধনার কথা ইংরেজি ভাষা দিয়ে বাংলা ভাষায় ঢুকেছিল। এই ভাব-বিনিময়ে শ্রীশচন্দ্র বসুর কাজ খুব দরকার ছিল, কারণ এই কালের বাঙালিদের মধ্যে তামিল ভাষার জ্ঞান হতে পারে খুব কম ছিল। পরে শ্রীশচন্দ্র বিভিন্ন রকমের সমাজ যোগ করবেন; কিন্তু, এই সময় তাঁর মন সভাপতি স্বামীর দর্শনের দিকে আকর্ষিত হয়েছে। লাহোর থেকে বাঙালি লোক ভুলে যেনতেন, তবেও অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসল অনুবাদের কাজের জন্য খুঁজে পেয়েছেন (অথবা শ্রীশচন্দ্রকে অম্বিকাচরণ খুঁজে পেয়েছেন!)। যা হোক, আশা করি যে এই রকমের অনুবাদের লেখা নিয়ে আরো গবেষণার আগ্রহ তৈরি হবে, তারও উপরে দক্ষিণ এশিয়ার অপর পাড়ে যোগ সাধনার ভাব-বিনিময় নিয়ে আরো চেতনা হবে।

তামিল নাদুতে চতুরগিরি বা শিবকাসির সিদ্ধ লিঙ্গশরীরের প্রতীক

গ্রন্থপঞ্জি

Bose, Phanindranath. *Life of Sris Chandra Basu*. Calcutta: R. Chatterjee, 1932.

The Mahatma Giana Guroo Yogi Sabhapaty Swami. *Om. a treatise on Vedantic Raj Yoga Philosophy*. Edited by Siris Chandra Basu, Student, Government College. Lahore: "Civil and Military Gazette" Press, 1880.

শ্রীমৎ সভাপতি স্বামী। *বেদান্তদর্শন ও রাজযোগ*। শ্রী অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুবাদক। কলকাতা: শ্রীশচন্দ্র বসু, ১৮৮৫ (সন ১২৯২)